

বাড়ি আছো?

কাজী জহিরুল ইসলাম

এই, বাড়ি আছো?

ফোন বাজছে ধরছো না যে

ব্যস্ত না-কি নানান কাজে?

শেলফে রাখা পুরোনো সব বইগুলো

নেড়েচেড়ে ঝাড়ছো বুঝি স্মৃতির ধুলো?

নাকি তুমি ক্যালেন্ডারের পাতার ওপর

হুমড়ি খেয়ে সময় বাছো?

এই, বাড়ি আছো?

ধুতরি ছাই, কখন থেকে ফোন বাজছে

এই যে দেখো, সুইস ঘড়িটার মন নাচছে

তারা খসছে আকাশ থেকে

মেঘের নিচে চাঁদকে রেখে

রাতের নদী সাঁতরে পেরোয় দূরন্ত এক বৃদ্ধ গ্রহ

অপেক্ষাতে একলা থাকার কী দুঃসহ

কষ্ট নিয়ে প্রতিটা দিন তবুও বাঁচো

এই, বাড়ি আছো?

আর ক'টা দিন এইতো মোটে

তোমার ঠোঁটে

উষা চুমু খাওয়ার লোভে প্লেন ধরছি

এটা-ওটা শপিং করছি

গ্রাফাইট কাটা একগাছি আজ সবুজ চুড়ি

কাল কিনেছি কড়ির মালা, আরো কিছু পাথর নুড়ি

কী দারুণ এক টব দেখেছি, লাল-বেগুনী ফুলের গাছও

এই, বাড়ি আছো?

তোমার দেয়া ফর্দটাকে বাম পকেটে

বুকের ওপর খুব যতনে বোতাম ঝুঁটে

কাল রেখেছি

নিজের দেহের অঙ্গ ভেবে ওকে আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুমুতে গেছি

জ্বলজ্বলে সব তারার মতো বর্ণগুলো

সমস্ত রাত আমার সাথে গল্পছলে কী নির্ভয়ে সাথেই শুলো

তাকিয়ে দেখি জানলা দিয়ে

দুটু কিছু লাল করবী ঘাড় উচিয়ে

দেখছে আমার না ঘুমানো রাতের খেলা
মাথার ভেতর চলছে তখন জোনাকীদের নগ্ন মেলা
দুশ্চিন্তার সান্নাধ্যাচণ্ড

এই, বাড়ি আছো?
তুমিওকি মধ্যরাতে দাঁড়িয়ে একা
আকাশ দেখো, প্রান্তরেখা?
এরোপ্লেনের ডানায় চড়ে স্বপ্নগুলো উড়াল দিলো
আমাদেরতো ভালোই ছিলো
অগ্নি, জল আর আমরা দু'জন
পড়শি কিছু বন্ধু সূজন
এভোটুকুন ফ্ল্যাটের ভিতর কাটছিলো দিন
শাদা-কালো। হঠাৎ রঙিন
স্রোতের হাওয়া, দমকা বাতাস
কারার মতো দুঃসহ এই একলা প্রবাস
জীবনটাকে টানছি কেবল, জীবনতো নেই
একলাতো না! তবু আমার শান্তনা এই
সঙ্গী আমার কাচঘেরা ওই বাস্তুতে বন্দী দুটো রঙিন মাছও

এই, বাড়ি আছো?
ফোন বাজছে ধরছো না যে
বাদ দাওতো আজ-বাজে
চিন্তাগুলো, মন দে শোনো
পরে না হয় আঙুল গুনো
ক্যালেন্ডারে দাগ কেটে দাও
ওদের জানাও
আসছি আমি ডিসেম্বরের তেইশ তারিখে
দিনটা না হয় রাখো লিখে
তোমার খাতার ওখানটাতে
বুঝেছোতো? গভীর রাতে
ঘড়ির সাথে পাল্লা দিয়ে
যেখানে এক হৃদয় নাচে তিরতিরিয়ে
এই যে দেখো, টুপ করে এক জলের ফোটা পড়লো ঝরে
আকাশে তো মেঘ করে নি, কোথেকে এই বৃষ্টি পড়ে
তাহলে কি ভাঙলো তোমার চোখের কাচও

এই, বাড়ি আছো?

